দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... SEP 05 2006 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

কওমী মাদ্রাসা ঃ আধুনিক শিক্ষা যেখানে অনুপস্থিত

দেড়শ বছরে কোন সংস্কার হয়নি

॥ সাহাবুল হক ॥

আধুনিক শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত দেশের কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। দেশে বর্তমানে কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৫ লাখ। যুগ যুগ ধরে কওমী মাদ্রাসার সিলেবাসের কোন সংস্কার আনা হয়নি। সরকারের নিকট থেকে কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা নেয়া হয় না–এই অজুহাতে সংস্কারের বিষয়টি সব সময় থাকে উপেক্ষিত। কওমী মাদ্রাসার সিলেবাস কিংবা আয়-ব্যয়সহ অধিকাংশ বিষয়ে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনেকটাই অন্ধ।

মাদ্রাসা শিক্ষায় কওমী মাদ্রাসার যাত্রা ১৫০ বছর আগে। (১২শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

কওমী মাদ্রাসা

(২০শ পৃঃ পর)

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে আর শিক্ষা উঠিয়ে দেয়ার পর ১৮৬৫ সালে মুসলমান সামাজিকভাবে আরবি শিক্ষার তাগিদ অনু করেন। সিপাহী বিপ্লবের কয়েক বছর পর ভারতে উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ ও সাহরানপুরে মাওলা কাসিম নানুতাভি এবং রশীদ আহমদ গাঙ্গু উপমহাদেশে প্রথম কওমী মাদ্রাসা গড়ে তোলে দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার নাম অনুসারে কও শিক্ষার আরেক নাম দেওবন্দ শিক্ষা এবং মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণকারীদের দেওবন্দের অনুসা বলা হয়।

জানা যায়, ১৬ বছরের কওমী শিক্ষায় প্রথ থেকে ষোড়শ শ্রেণী পর্যন্ত ৩৫টি বিষয় পড়া হয়। এর মধ্যে ধর্মীয় বিষয় ২৫টি এবং বাকি ১০ সাধারণ বিষয়। ধর্মীয় বিষয়গুলোর মধ্যে আ কোরান পাঠ, কোরান ও হাদিসের ব্যাখ্যা তাফসির, আরবি ভাষা ও সাহিত্য। সাধার বিষয়গুলোর মধ্যে বাংলা সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত জ্যামিতি, সমাজ, ভূগোল, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞা ও তর্কশাস্ত্র উল্লেখযোগ্য। তবে সাধার বিষয়গুলোর মধ্যেই ধর্মের প্রাধান্য লক্ষ্য কর গেছে।

কওমী মাদ্রাসার অধিকাংশ বই ভুলে ভর এবং নিম্নমানের বর্ণনা। সাধু ও চলিত ভাষার কো ভেদাভেদ নেই এতে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী একটি বইয়ের নাম 'হাসি খুশী'। প্রচ্ছদে খুশ বানান ঈ-কার দেয়া হলেও বইয়ের ভেতরে এব পাতায় পাতায় ই-কার দেয়া হয়েছে। প্রায় স বইয়ে ই-কার, ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার, জ্ঞ, য, ও ঊ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার হয়েছে।

কওমী মাদ্রাসার বইগুলোতে আধুনিক কিংব নব আবিষ্কারের কোন বর্ণনা নেই। নেই বহমান সমাজ ব্যবস্থার কোন বর্ণনা। ইসলামের বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা থাকলেও নেই মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কোন লেখা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দেশের অনেক কওমী মাদ্রাসাতে জাতীয় পতাকা পর্যন্ত উড়ানো হয় না।

সম্প্রতি কওমী মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান চালু করলেও ওপরের শ্রেণীতে আরবি, উর্দু ও ফার্সি ভাষায় লেখা বিদেশী বই পড়ানো হয়। এসব বই আসে সৌদি আরব, ভারত ও পাকিস্তান থেকে।

জানা যায়, কওমি শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের নাম ইবতিদাইয়্যা (প্রথম থেকে পঞ্চম), নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের নাম মুতাওয়াসসিতাহ (৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম), মাধ্যমিক স্তরের নাম সানবিয়াহ আম্মা (নবম থেকে দ্বাদশ), স্নাতক ডিগ্রীর নাম ফজিলাত (ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নাম তাকমিল (পঞ্চদশ ও ষোড়শ শ্রেণী)। বিভিন্ন মাদ্রাসায় শ্রেণীর নামকরণেও রয়েছে নানা ভিন্নতা। কোন কোন মাদ্রাসায় শ্রেণীগুলোর নাম ফার্সি সংখ্যা দিয়ে করা হয়েছে। যেমনঃ ইয়াজদহম, দহম, নহম, হাশতম, হাফতম, শশম প্রভৃতি। কিন্তু মাদ্রাসায় কিতাবের নামে শ্রেণীর নামকরণ হয়– বেহেশতি জওর, উর্দু জামাত, জালালাইন জামাত প্রভৃতি। আবার কোন কোন মাদ্রাসায় শ্রেণীগুলোর নাম আরবি-ফার্সি মিলিয়ে করা হয়।

জানা যায়, দেশের কওমী মাদ্রাসাগুলোতে বার্ষিক খরচ তিনশ' কোটি টাকার উপরে। জনগণের চাঁদা, দান, ফিতরা, জাকাতের মাধ্যমে মাদ্রাসাগুলো ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। বেশ কিছুদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেয়া এক আবেদনে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড উল্লেখ করেছিল কওমি মাদ্রাসাগুলো সরকারি অনুদান কামনা করে না। এজন্য বেতনের সরকারি অংশ (৯০ শতাংশ, যা এমপিওভুক্তি নামে পরিচিত) নিতে আমাদের আগ্রহ নেই। সরকারি কোনরূপ নিয়ন্ত্রণের কঠোর বিরোধী তারা।

বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলাম বলেন, সৈয়দ আমীর আলীর মতো মুসলিম মনীষীরা কওমী মাদ্রাসা বন্ধের কথা বলছেন। আর এখন আমাদের দেশে এর স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে।

ইসলামী ঐক্যজোটের (একাংশ) চেয়ারম্যান এবং কওমী মাদ্রাসা আন্দোলনের শীর্ষ নেতা মুফতি ফজলুল হক আমিনী এমপি বলেন, কওমী মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি মূলতঃ কোরান ও হাদিসনির্ভর। এর মধ্যে তো কোন সংস্কার চলতে পারে না। তবে কোরান-হাদিস পড়ার জন্য সহায়ক গ্রন্থাবলী সংস্কার হতে পারে এবং হচ্ছে। তিনি বলেন, সংস্কারের বিষয়টি যদি চাপিয়ে দেয়া হয় তবে দেশের ওলামা মাশায়েখরা তা মানবেন না। যদি ভিন্ন করতে হয়